উরুগুয়ের মঞ্চে অর্থনীতির হালহকিকত ভার্চুয়ালি তুলে ধরবেন বাঙালি অধ্যাপক

উরুগুয়েতে রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভলপমেন্ট, গ্রোথ অ্যান্ড ইকোনমিক্স (আরআইডিজিই) ও ইন্টারন্যশনাল ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এশিয়া থেকে একমাত্র আমন্ত্রিত অসীমকুমার কর্মকার। আগামী ৮-৯ ডিসেম্বর সম্মেলনটি হবে ভার্চুয়ালি। মালদার সঙ্গে অধ্যাপক অসীমকুমারের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মালদা জিলা স্কুলে তাঁর পড়াশোনা।

সৌকর্য সোম

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী–এই আপ্তবাক্যটি আক্ষরিক অর্থেই সত্যি কি না জানতে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেছিলেন অসীমবাবু। এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের ব্যবসায় লাভের ফল ঘরে আসে, নাকি ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ে, তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আবর্তিত এই বিষয়কে ঘিরেই। এমন গবেষণায় যে লাতিন আমেরিকা থেকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর ডাক পড়বে, তা অবশ্য ভাবেননি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অসীমকুমার কর্মকার।

উরুগুয়েতে রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভলপমেন্ট, গ্রোথ অ্যান্ড ইকোনমিক্স (আরআইডিজিই) ও ইন্টারন্যশনাল ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এশিয়া থেকে একমাত্র আমন্ত্রিত অসীমবাবুই। তবে করোনা আবহে আগামী ৮–৯ ডিসেম্বর সম্মেলনটি হবে ভার্চুয়ালি।

মালদার সঙ্গে অধ্যাপক অসীমকুমারের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মালদা জিলা স্কুলে তাঁর পড়াশোনা। ১৯৭৩–এ উচ্চমাধ্যমিক শেষে অর্থনীতি নিয়ে মালদা কলেজ ভর্তি হন। তারপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর করেন। সেখান থেকে রায়টার্সে চাকরি জীবন শুরু। তবে সাধারণ চাকরিতে আটকে থাকার জীবন যে তাঁর নয়, তা বুঝেই ইস্তফা দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শুরু করেন। পড়া শেষে সেখানেই চাকরি পেয়ে যান। অকৃতদার মানুষটি অবসরের পর বর্তমানে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। প্রচুর বই,পাঠ্যবই লিখেছেন, সম্পাদনা, যুগ্মসম্পাদনাও করেছেন। পুরস্কারও পেয়েছেন। কৌশিক বসু, রঘুরাম রাজন থেকে শুরু করে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই তাঁর সুপরিচিত। তাঁর একটি বই দিল্লিতে মনমোহন সিং উদ্বোধন করেন। কিছুদিন আগে রাষ্ট্রসংঘে নিজের অর্থনীতি নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক অসীমকুমার কর্মকার। এবার উরুগুয়েতে ইন্টারন্যশনাল ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনে তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু হল অ্যারিস্টটল থেকে বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের বিবর্তন।

অসীমবাবু বলেন, 'আমি ভারতবর্ষ ও এশিয়া থেকে একমাত্র আমন্ত্রিত, এটা ভেবেই খুব গর্ববোধ করছি। উরুগুয়েতে যাওয়ার কথা থাকলেও বয়সের কারণে সংস্থার পক্ষেই যেতে নিষেধ করা হয়। তাই ভার্চুয়ালি বৈঠক হবে।'

অসীমবাবুর ভাইঝি গৌড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুস্মিতা সোম বলেন, 'কাকার এই কৃতিত্বে আমরা খুবই আনন্দিত।'

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেবক জানা বলেন, 'অসীমদার এই সাফল্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরাট মূল্যবান।'

হাওড়ার আন্দুল কলেজের অধ্যক্ষ সুব্রত রায় বলেন, 'অসীম আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে বহু কনফারেন্সে গেছি। তাঁকে এই সাফল্যের জন্য অনেক অভিনন্দন।'